তসলিমার কারাদন্ড

(১৩ই অক্টোবর ২০০২)

বন্ধুরা জানাল, আমার কারাদন্ড হয়েছে। গত বছর এক ভদ্রলোক আপত্তি জানিয়েছিলেন যে আমার কোন কোন লেখায় তাঁর ধর্মীয় অনুভুতিতে আঘাত লেগেছে। সেই আপত্তির মামলায় গতকাল আমার কারাদন্ড হয়েছে এক বছরের।

আমি হেসেই মরি। বাংলার মেয়ে আমরা, বাংলার বিস্তীর্ণ গ্রামে গঞ্জে আমরা তো হাজার বছরের বন্দিনী! পুরুষতন্ত্রের অভিশপ্ত অচলায়তন করাল গ্রাসে চিবিয়ে খেয়েছে আমাদের জীবন, আমাদের স্বপ্নের ডানা কেটে পঙ্গু করে রেখেছে শতাব্দী ধরে। এমন নয় যে কেউ তা জানে না, সবাই তা জানে। শত-লক্ষবার যৌতুকের অপরাধে আমাদের চামড়ায় চাবুক পড়েছে, আমাদের হাড় ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে, আমাদের আগুনে পুড়িয়ে খুন করা হয়েছে, কোন আদালতে কারো শাস্তি হয়নি। বার বার আমাদের চেহারা অ্যাসিডে ঝলসে গেছে, দাঁত বের করে হাসিমুখে রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে সেই অবাঞ্ছিত প্রেমিকের দল কোন শাস্তিছাড়াই। বার বার আমরা ধর্ষণের শিকার হয়েছি শহরে বন্দরে গ্রামে, পুলিশের কবলে। সবাই জেনেছে, কিন্তু কা--রো শাস্তি হয় নি কোনদিন, কা—রো ধর্মবোধে আঘাত লাগেনি।

মাত্র এক বছরের কারাদন্ড! সমুদ্রে শয়ন যার, শিশিরে কি ভয় তার? মুসলমান ঘরের মেয়ে আমরা তো হাজার বছরের বন্দিনী! শত জেহাদে আমাদের পিতা-স্বামী-ভাইকে লক্ষবার খুন করার পর আমাদের দাসী হিসেবে বিছানায় টেনে নেয়নি শত লক্ষ মুসলমান, ইসলামের দেয়া অধিকারে? নিবিড় ভালোবাসায় বহু বছর ধরে স্বামী-পুত্র-কন্যার সেবায় হাড়-মাংস উজাড় করে দেবার পর এক কথায় আমাদের তালাক দিয়ে পথে ছুঁড়ে ফেলেনি আমাদের স্বামীরা, ইসলামের দেয়া অধিকারে? কোনদিন কিছু বলতে পারিনি আমরা, মসজিদ থেকে শুরু করে সংসদ পর্যন্ত কেউ আমাদের আশ্রয় দেয় নি। অর্থিক ভাবে আমাদের পঙ্গু করে রাখা হয়েছে, ইসলামী আদালতে আমাদের স্বচক্ষে দেখা ঘটনার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়নি। হিলা বিবাহের আইনে নিষ্পাপ আমাদের জবরদস্তি অন্য লোকের বিছানায় পাঠানো হয়েছে, আমাদেরই জীবন নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে অথচ আমাদের কথা বলার অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। বার বার আমাদের আর্তনাদে কেঁপে উঠেছে ধরণী, ভারাক্রান্ত হয়েছে মানুষের ইতিহাস, নির্বিকার থেকেছে ইসলামী মূল্যবোধ।

আর, যখনি আমরা প্রতিবাদ করেছি, তখনি কারো ধর্মীয় মূল্যবোধে

খুবই আঘাত লেগেছে।
আর কত হাসব আমি?

তুমি আমাকে কারাদন্ড দেবে, আমি তো বহু আগেই তোমার কারাগার ভেঙ্গেচুরে ছিন্নভিন্ন করে বেরিয়ে এসেছি অভ্রভেদী বিদ্রোহিনী। আমাকে তুমি কারাদন্ড দেবার স্পর্ধা রাখ, তোমার নিজের বন্দীত্ব কবে ঘুচবে, তোমার নিজের কারাভোগ কবে শেষ হবে? নিয়তির কি ঘোর অভিশাপে অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের, অন্ধ কূপমন্ডুকতার অন্তহীন কারাগারে শতাব্দীর কয়েদী হয়ে রয়েছ তুমি, তা উপলব্ধি করার বোধই যে তোমার নেই।

আমরা নারী, আমরা নরক-যন্ত্রণা সহ্য করে মানুষের জন্ম দিই। নরক-যন্ত্রণা সহ্য করে আমরা নবী-রসুলের জন্ম দিই, মহাপুরুষের বৈজ্ঞানিকের জন্ম দিই। তার জন্য আমরা শতবার ঢলে পড়ি মৃত্যুর কবলে। কোন পুরুষকে তা কোনদিন করতে হয়নি। জীবন উৎসর্গ করে আমরা সেই বাচ্চাগুলোকে মানুষ করি, যারা সভ্যতাকে এগিয়ে দেয়। আজন্ম এত অজস্রঅবদানের কোন স্বীকৃতি, কোন সম্মান আমরা কোনদিন পুরুষের কাছ থেকে পেলাম না। আমাদের নিয়ে পুরুষ দীর্ঘশ্বাসে শত রজনী জেগে থাকে, হাজার গজল লেখে। আমাদের নিয়ে লক্ষ বিরহ-সংগীতে মুখরিত পৃথিবীর সাহিত্য। লক্ষ বছরে লক্ষ যক্ষ আমাদের পাঠিয়েছে লক্ষ মেঘদূত, আমাদের কারণে ধংস করেছে হাজার ট্রয় নগরী। আমাদের আমন্ত্রণ জানায় লক্ষ নজরুল,-''মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী, দেব খোঁপায় তারার ফুল''। আমরা অন্য যুবকের সাথে কথা বললেই হাজার জীবনানন্দ হিংসায় উন্মাদ হয়ে কবিতা লেখে, - ''সুরঞ্জনা, কি কথা ওই যুবকের সাথে''।

কিন্তু সেই আমাদের সেই পুরুষই কখনো সম্পত্তির উত্তরাধিকারে, বিয়ে-তালাকে, চাকরী-ব্যবসায়ে, জীবনের কোন রকম সিদ্ধান্তে সমান অধিকার দিল না। সম্মানও দিল না। শরীরটা আমাদের, অথচ সেই শরীরের মালিকানা আমরা কোনদিনই পেলাম না। আমাদের মনে কত অশ্রু জমে থাকে, কত না ওঠা ঝড় স্তব্ধ হয়ে থাকে, সেটা যেন মানবতার অগ্রগতির কোন গুরুত্বপূর্ণ উপাদানই নয়। এখনো সামাজিক সংস্কৃতিতে নারী-নির্যাতন যেন তেমন কোন অত্যাচারই নয়, তেমন কোন মানবাধিকার লংঘনই নয়। পুরুষের মানসিকতায় কারার ওই লৌহ কপাট, এখনো হয়নি লোপাট।

আমার জাতির বড্ড ভুলো মন। আজ হতে শত বর্ষ পরে হয়ত কারোরই মনে থাকবে না তসলিমা কি কি লিখেছিল। মনে থাকবে না তসলিমার চেহারাটা কেমন ছিল। তসলিমা নামে যে কেউ একজন ছিল তা-ই হয়ত কারো মনে থাকবে না। কিন্তু এ বাংলাদেশে আজ

থেকে বহু বহু বছর পরেও যখনি কেউ মানবাধিকার নিয়ে কথা বলতে যাবে, নারী-অধিকার নিয়ে কাজ করতে যাবে, তখনি অদৃশ্যে ছায়া ছায়া কি যেন একটা ঘটবে। আকাশের তারা, চারপাশের বাতাস কি নিয়ে যেন ফিসফিস কানাকানি করবে। অস্পষ্টে মনে পড়বে, কে যেন একটা ছিল কোথাও। পুরুষ নয়, মেয়েই ছিল সে সম্ভবতঃ। মোটামুটি শিক্ষিত ছিল, দিব্যি হেসে খেলে জীবন কাটাতে পারত। কিন্তুসে একবার চিৎকার করে উঠেছিল। মেয়েদের ওপর পুরুষের ক্রমাগত নির্লজ্জ নিষ্ঠুর অত্যাচার দেখে চিৎকার করে সারাটা পৃথিবী কাঁপিয়ে দিয়েছিল মেয়েটা। এবং সেটা সে করেছিল সেই কালনাগের ছোবলের সামনে বসেই, নিরাপদ দুরত্ব থেকে নয়। একলা একটা মেয়ে, একলা হাতে সারা পৃথিবীর সামনে বিবস্ত্র বিব্রত করে ছেড়েছিল অত্যাচারী ধর্মতন্ত্রের আর
পুরুষতন্ত্রের শতাব্দী প্রাচীন শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানকে। শত প্রলোভন, শত হুমকির সামনেও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে, একবিন্দু মাথা নোয়ায়নি বাংলার সেই আশ্চর্য মেয়ে। নাগিনীর ছোবলে ছোবলে জীবনটা তার ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু একবিন্দু সমঝোতা করে নি সে অন্যায়ের সাথে। মানুষ বাঁচানো যদি ডাক্তারের কাজ হয়, তবে সে কাজ সেই ডাক্তার মেয়েটা ভালোই করেছিল মানুষ-মারা বীজানুর সাথে অন্তহীন আপোষহীন লড়াই করে।

আমি মহামুক্তির স্বচ্ছসলিলে নিরন্তর অবগাহিতা আনন্দিতা শিখী, আমাকে বন্দী করার স্বপ্নও দেখো না। সে ক্ষমতাই তোমার নেই। তুমি বরং তোমার নিজের কারামুক্তির খবর নাও। তুমি পুরুষ, পুরুষতন্ত্রের এবং ধর্মতন্ত্রের এ অন্ধকার অভিশপ্ত অচলায়তন থেকে, এ অনন্ত কারাগার থেকে মুক্ত তোমাকে হতেই হবে। মানবতার অগ্রগতির জন্য ওটা জরুরী। এটাই আমার একমাত্র বাণী, আমার একমাত্র সাধনা।

মানব সমাজের চির নির্যতিতাদের মঙ্গল হোক। ধর্মতন্ত্রের এবং পুরুষতন্ত্রের কারাগার ভেঙ্গে বেরিয়ে আসুক পুরুষের চিরন্তন কল্যাণবোধ, নারী-পুরুষের মধুর দ্বৈতসঙ্গীতে চির মধুময় হোক মাটির মানুষের দু'দিনের জীবন।

ধন্যবাদ।

তসলিমা নাসরিন।
১৪ই অক্টোবর, ২০০২।

(আমি যদি তসলিমা হতাম তাহলে যা লিখতাম, তাই তুলে দিলাম)।